জুন ২০২২

কানেকশন

প্রযুক্তি ♦ সেবা ♦ উন্নয়ন

আইএলডিটিএস নীতিমালা সংশোধনের উদ্যোগ

দেশে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হতে যাচ্ছে মোবাইল কংগ্রেস

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

কানেকশন
প্রযুক্তি • সেবা • উন্নয়ন

AMTOB Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

নিউজলেটার বর্ষ-০৯, সংখ্যা-১

>> সূচীপত্র

০৩ আইএলডিটিএস নীতিমালা সংশোধনের উদ্যোগ

০৭ করহার যৌক্তিক করার দাবি মোবাইল শিল্পের

১০ ফাইভজির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে ফাইবার কানেকটিভিটি : ইয়াসির আজমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গ্রামীণফোন

১২ ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম এগিয়ে নিতে ও ফাইভজির নতুন যুগের পথ দেখাতে আমরা সচেষ্ট : নকিয়ার কান্ট্রি হেড রিয়াদ হোসেন

১৩ এমটবের সভাপতি হলেন এরিক অস ও সিনিয়র সহ-সভাপতি ইয়াসির আজমান

১৪ দেশে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হতে যাচ্ছে মোবাইল কংগ্রেস

১৫ সদস্যদের কার্যক্রম

>> সম্পাদনা পরিষদ

তাইমুর রহমান
চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিমিটেড

হ্যান্স মার্টিন হেনরিক্সন
চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার, গ্রামীণফোন

সাহেদ আলম
চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অফিসার, রবি আজিয়াটা লিমিটেড

মামুনূর রশীদ
উপ-মহাব্যবস্থাপক, রেগুলেটরি অ্যান্ড কর্পোরেট রিলেশন বিভাগ, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ)
মহাসচিব, এমটব

আব্দুল্লাহ আল মামুন
হেড অব কমিউনিকেশন, এমটব

সম্পাদকের টেবিল থেকে

বাংলাদেশের মোবাইল সেবাদাতারা ভয়েস ও ডাটা উভয় সেবার ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রায় সর্বনিম্ন ট্যারিফ প্রদান করছে। দেশে সব ধরনের টেলিযোগাযোগ সেবা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে তদারকি করে। সম্প্রতি ঢাকা বিভাগে বিটিআরসির এক ড্রাইভ টেস্টের ফলাফলে দেখা যায় যে ৯৭ শতাংশ মোবাইল গ্রাহক মানসম্পন্ন (স্ট্যান্ডার্ড) ভয়েস এবং ডাটা সেবা উপভোগ করছেন। অনেক ধরনের বাধা থাকা সত্ত্বেও অপারেটরদের নিরলস প্রচেষ্টা ও সদিচ্ছার কারণে এই সেবাসমূহ গ্রাহকের হাতের মুঠোয় আনা সম্ভব হয়েছে। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ এবং সরকার সেবা সম্প্রসারণে নিয়মিতভাবে সহায়তা প্রদান করে আসছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম (বিআইজিএফ) এবং এমটব যৌথভাবে এক বৈঠকের আয়োজন করে। বৈঠকে সরকারের নীতি নির্ধারকেরা ঘোষণা দেন যে আন্তঃসংযোগ সংক্রান্ত টেলিযোগাযোগ নীতি সংশোধন করা হবে এবং বর্তমান জটিল বহুস্তরীয় অন্তঃসংযোগকে সরল করা হবে। টেলিকম খাতে অত্যাধিক হারের করনীতি নিয়েও এই অনুষ্ঠানে একটি পৃথক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

এই নিউজলেটারে টেলিকম ইকোসিস্টেম এবং কর আরোপ সংক্রান্ত বৈঠকের আলোচনার বিষয়বস্তু আলোকপাত করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার এবং এসোসিয়েশনের সদস্যদের কর্মকাণ্ডসহ নিয়মিত বিভিন্ন বিষয় স্থান পেয়েছে।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ)
মহাসচিব, এমটব

এমটব প্রেসিডেন্টের বাণী

জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে উদ্ভূত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মধ্যেও টেলিযোগাযোগ খাত দেশের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার বজায় রেখেছে। সম্প্রতি আমরা দেখিয়েছি, দেশের উন্নয়ন সহযোগী হওয়ার পাশাপাশি এই খাত প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো প্রতিকূলতা মোকাবিলাতেও সহায়তা করতে পারে।

সাম্প্রতিক বন্যায় দেশের সব মোবাইল অপারেটর অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সাড়া দিয়েছে এবং প্রতিনিয়ত তাদের প্রচেষ্টা জোরদার করেছে। আমাদের নেটওয়ার্ক টিম কঠিন অবস্থার মধ্যেও দুর্গত এলাকায় নেটওয়ার্ক চালু ও সচল রাখতে দিনরাত কাজ করেছে। কানেকটিভিটিকে মানুষের মৌলিক চাহিদা হিসেবে বিবেচনা করে আমরা বানভাসী মানুষের জন্য জরুরি নম্বরগুলোতে বিনামূল্যে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের সুযোগ করে দেই। এই উদ্যোগ এসব এলাকায় উদ্ধার কাজে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছে। এই প্রচেষ্টায় যেসব সরকারি সংস্থা আমাদের সহযোগিতা করেছে তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে যে, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং কঠিন পরিস্থিতিতে টিকে থাকার সামর্থ্য থাকলে যে কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব।

বাংলাদেশের সম্মিলিত সামর্থ্যের বিষয়ে বলতে গেলে অবশ্যই আমাদের সাম্প্রতিক একটি অর্জনের কথা উল্লেখ করতে হবে। পদ্মা সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের জন্য টেলিযোগাযোগ খাতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এটি একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী জাতির ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশার প্রতিফলন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন ক্ষেত্র তৈরি করে এই মেগা প্রকল্প বাংলাদেশের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। সরকারের বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে টেলিযোগাযোগ শিল্প এই বিশাল অর্জনকে উদযাপন করছে এবং দেশের সমৃদ্ধির পথে প্রত্যেকটি যাত্রায় সহায়তার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে।

এরিক অস
প্রেসিডেন্ট, এমটব

AMTOB Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

>> এমটব বোর্ড

এরিক অস
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস লিমিটেড

ইয়াসির আজমান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
গ্রামীণফোন লিমিটেড

এম রিয়াজ রাশিদ
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) এবং
চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার
রবি আজিয়াটা লিমিটেড

মোঃ সাহাব উদ্দিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

মেহবুব চৌধুরী
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ)
মহাসচিব
এমটব

>> এমটব সম্পর্কে

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ (এমটব) দেশের সবগুলো মোবাইল টেলিযোগাযোগ অপারেটর নিয়ে গঠিত সংগঠন। বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের মুখপত্র হিসেবে এমটব সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, গণমাধ্যম এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করছে। সরকারি-বেসরকারি সংলাপের মাধ্যমে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে এ শিল্পখাত এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আলোচনা ও মত বিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি করবে এমটব। একটি বিশ্বমানের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীভূত সকল সদস্য প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশের ডিজিটাল বিভক্তি নিরসনে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে এমটব।

লিড স্টোরি

আইএলডিটিএস নীতিমালা সংশোধনের উদ্যোগ

বাংলাদেশে টেলিকম খাতে বহুস্তরীয় লাইসেন্সিং প্রথা থাকার কারণে মধ্যস্বত্বভোগী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বেশি। ফলে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সেবা প্রদান বিঘ্নিত হয় ও ব্যবসায়িক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এমন অবস্থা বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোন দেশের মোবাইল খাতে দেখা যায় না। দেশের মোবাইল খাত সরকারকে অনেকদিন ধরেই এই অবস্থা পরিবর্তন করে তা সরল করার জন্য অনুরোধ করে আসছে কারণ তা করা হলে সেবার মান আরও উন্নত করা সম্ভব হবে এবং গ্রাহকরা উপকৃত হবেন। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে সরকারের নীতিনির্ধারকেরা জানিয়েছেন যে তারা এ সংক্রান্ত নীতি নিয়ে কাজ করছেন এবং তা সংশোধন করা হবে।

টেলিকম ইকোসিস্টেম থেকে মধ্যস্বত্তভোগী কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এজন্য ইন্টারন্যাশনাল লং ডিসট্যান্স টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিসেস (আইএলডিটিএস) নীতি সংশোধন করে সমন্বিত লাইসেন্সিং ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হবে। সম্প্রতি রাজধানীর এক হোটেলে বিআইজিএফ এবং এমটব আয়োজিত বাংলাদেশের টেলিকম ইকোসিস্টেমের ওপর এক আলোচনায় টেলিকম নীতিনির্ধারকরা একথা বলেছেন।

আইজিডব্লিউ, আইআইজি এবং আইসিএক্সসহ টেলিকম ইকোসিস্টেমে মধ্যস্বত্তভোগী প্রসঙ্গে ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা মোস্তফা জব্বার বলেন, গ্রাহকের খরচ বাড়ায় এমন কোনো সেবা থাকা উচিত নয়। সরকার আইএলডিটিএস নীতি সংশোধনের পরিকল্পনা করছে। পাশাপাশি সরকার টেলিকম অপারেটরদের জন্য অ্যাকটিভ শেয়ারিং নীতি চালু করার চিন্তা করছে, যা সেবার মান বাড়াবে এবং সেবার জন্য খরচ কমাবে।

মোস্তাফা জব্বার
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী

হাসানুল হক ইনু
বিআইজিএফ চেয়ারপারসন

শ্যাম সুন্দর সিকদার
বিটিআরসি চেয়ারম্যান

খলিলুর রহমান
ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব

তবে সমস্ত অংশীজনের সাথে আলোচনা করেই যে কোনো নীতি পরিবর্তন করা হবে বলে জানান তিনি।

আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রলালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান এবং বিআইজিএফের চেয়ারপারসন হাসানুল হক ইনু এমপি। তিনি বলেন, ব্যয় সাশ্রয়ী কৌশল এবং মোবাইল ইকোসিস্টেমে পারস্পরিক সহযোগিতা মোবাইল অপারেটরদের তাদের গ্রাহকদের জন্য সেবার ব্যয় কমাতে পারে। তিনি দ্রুততম সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে নীতি সংশোধনের জন্য টেলিকম নীতিনির্ধারকদের পরামর্শ দেন এবং বলেন, অন্যথায় এ খাত ব্যয় সাশ্রয়ী কৌশল অনুসরণ করতে পারবে না। তিনি যোগ করেন, মোবাইল ক্যারিয়ারগুলো তাদের সেবাবাবদ ব্যয়ের বড় একটি অংশ অবকাঠামো সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ব্যয় করে, যা সামগ্রিকভাবে সেবার ব্যয় অনেক বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে যদি ব্যয় কমানো যায় তাহলে গ্রাহকরা উপকৃত হবেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিটিআরসির চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার। তিনি বলেন, সরকার সমন্বিত লাইসেন্সিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য

> সরকার সমন্বিত লাইসেন্সিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য কাজ করছে। প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী তিন ধরনের লাইসেন্স প্রদান করা হবে- অবকাঠামো, ওয়্যারলেস এবং নন-ওয়্যারলেস। আমরা ইকোসিস্টেম থেকে বিভিন্ন স্তর কমিয়ে আনবো। কিছু কিছু গেটওয়ে লাইসেন্সের বর্তমান মেয়াদ শেষ হলে তা আর নবায়ন করা হবে না। আমরা অপারেটরদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেই।

কাজ করছে। প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী তিন ধরনের লাইসেন্স প্রদান করা হবে- অবকাঠামো, ওয়্যারলেস এবং নন-ওয়্যারলেস ও অন্যান্য। তিনি বলেন, আমরা ইকোসিস্টেম থেকে বিভিন্ন স্তর কমিয়ে আনবো। কিছু কিছু গেটওয়ে লাইসেন্সের বর্তমান মেয়াদ শেষ হলে তা আর নবায়ন করা হবে না। আমরা অপারেটরদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেই। ফলে নতুন আইএলডিটিএস নীতি প্রণয়নের আগে রেগুলেটর সমস্ত লাইসেন্সির সঙ্গে কথা বলবে।

অনুষ্ঠানের অপর বিশেষ অতিথি ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব খলিলুর রহমান বলেন, সরকার এই শিল্পের প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করতে চায়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বলেন, আমরা বাসার দরজার নিরাপত্তা থেকে শুরু করে ফ্যান অথবা লাইট ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাসাবাড়িতে ফোরজি ব্যবহার করে অনেক সেবা নিচ্ছি যা খুবই আকর্ষণীয়। তবে ভূগর্ভস্থ ফাইবার স্থাপনার চ্যালেঞ্জসহ কিছু কিছু সমস্যা বিদ্যমান আছে। জ্যামারের অতিরিক্ত ব্যবহার নেটওয়ার্ক বাধাগ্রস্থ করছে। মোবাইল টাওয়ার রেডিয়েশন সম্পর্কে একটি ভূল ধারণা রয়েছে, যা দূর করা দরকার। এমনকি বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত তা নিয়ে ভূল তথ্য দিচ্ছে, বলেন তিনি।

“বাংলাদেশের টেলিকম ইকোসিস্টেমে অনেক বেশি সংখ্যক প্লেয়ার বা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন নিয়ন্ত্রক, এমএনও, এনটিটিএন, টাওয়ারকো, গেটওয়ে প্রদানকারী, অ্যাকাডেমিয়া, অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটি ও আরও অনেকে। এদের যে কোন একটিকেও বাদ দিলে এই খাতের বিকাশ সম্ভব হবে না।”

এরিকসন মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার হেড অফ নেটওয়ার্ক সল্যুশন্স ও এরিকসন বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ম্যানেজার আবদুস সালাম আলোচনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, “দেশের নেটওয়ার্ক ক্রমশই বিকশিত হচ্ছে, পাশাপাশি নানা রকম সেবাও আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। অটোমেশন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা মেশিন লার্নিং ইত্যাদি আমাদের এন্ড-টু-এন্ড সেবা প্রদানকে সহজ করে তুলছে। বাংলাদেশের টেলিকম ইকোসিস্টেমে অনেক বেশি সংখ্যক প্লেয়ার বা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন নিয়ন্ত্রক, এমএনও, এনটিটিএন, টাওয়ারকো, গেটওয়ে প্রদানকারী, অ্যাকাডেমিয়া, অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটি ও আরও অনেকে। এদের যে কোন একটিও পিছিয়ে থাকলে এই খাতের বিকাশ সম্ভব হবে না। ভবিষ্যৎ নেটওয়ার্ক ও সেবার জন্য সরকার এই শিল্পের সবার সঙ্গে বিশদভাবে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যা বাংলাদেশে এই ইকোসিস্টেমের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।”

বিটিআরসির স্পেকট্রাম বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জুয়েল বলেন, যদি আমরা ফাইভজির সুবিধা পেতে চাই, তাহলে আমাদেরকে একটি সমন্বিত এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। ফাইভজির ব্যবসায়িক দিক সাধারণ গ্রাহকদের তুলনায় শিল্প খাতের জন্য বেশি গুরুত্ববহ হবে। আমাদের বুঝতে হবে যে, ইকোসিস্টেমে সব অংশীদার কীভাবে এগোচ্ছে এবং কীভাবে তারা একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠছে।

রবির ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সিএফও এম রিয়াজ রাশিদ বলেন, মার্কেটে যত বেশি প্লেয়ার থাকবে অপারেটরদের কাজের দক্ষতা তত বেশি কমবে। আর শেষ পর্যন্ত এর প্রভাব গিয়ে পড়বে গ্রাহকদের উপর কারণ এতে সেবা প্রদানের ব্যয় বেড়ে যায়। তিনি বিষয়টির উপর নজর দেওয়ার জন্য নীতি নির্ধারকদের মনোযোগ দেওয়ার অনুরোধ করেন। তিনি টেলিকম অপারেটরদের অন্যান্য সেবা প্রদানের অনুমোদন দিতে সরকারের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, এর ফলে দক্ষতা এবং প্রতিযোগিতা বাড়বে। তবে কিছু সেবা আছে যেগুলো টেলিকম অপারেটররা দেবেন না, যেমন-হ্যান্ডসেট উৎপাদন ইত্যাদি। তিনি নীতিনির্ধারকদের এ ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়ার অনুরোধ করেন।

বাংলালিংকের চিফ করপোরেট রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার তাইমুর রহমান মোবাইল শিল্পের নানা রকম সাফল্যের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, সবার সহযোগিতায় দেশে বায়োমেট্রিক সিম ভেরিফিকেশন সিষ্টেম অত্যন্ত কার্যকরভাবে চালু করা গেছে। টেলিকম ইকোসিস্টেমের ব্যাপারে তিনি বলেন, আমাদের প্রধান প্রচেষ্টা হলো কীভাবে খরচ কমানো যায়। বর্তমানে দেশে আইজিডব্লিউ, আইসিএক্স এবং আইআইজির কয়েক ডজন লাইসেন্স আছে। বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে সেবার মান নেমে যাচ্ছে। যদি সরকার আইএলডিটিএস নীতি সংশোধন করে তাহলে তা উৎকৃষ্ট মানের সেবা দিতে সহায়ক হবে বলে তিনি মনে করেন।

গ্রামীণফোনের সিনিয়র ডিরেক্টর এন্ড হেড অফ পাবলিক এন্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার হোসেন সাদাত বলেন, এ খাতে নির্ভরশীলতা রয়েছে এবং একে অন্যকে সহযোগিতা করে আমাদের এগোতে হবে। তিনি বলেন, মোবাইল অপারেটররা সম্প্রতি যে স্পেকট্রাম কিনেছে তা তারা ফোরজি সেবা এবং ফাইফজির টেস্ট এন্ড ট্রায়ালের জন্য ব্যবহার করবে। তবে যখন টেস্ট এন্ড ট্রায়াল শুরু হবে তখন অন্য অবকাঠামোগত কোম্পানিরগুলোর উপর নির্ভরশীলতা বাড়বে। সুতরাং যদি মোবাইল অপারেটর এবং ফাইবার সেবাদানকারি কোম্পানিগুলোর মধ্যে যথাযথভাবে সমন্বয় করা যায় তাহলে তা নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ফাইভজি চালুর ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

“যদি আমরা ফাইভজির সুবিধা পেতে চাই, তাহলে আমাদেরকে একটি সমন্বিত এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। ফাইভজির ব্যবসায়িক দিক সাধারণ গ্রাহকদের তুলনায় শিল্প খাতের জন্য বেশি গুরুত্ববহ হবে। আমাদের বুঝতে হবে যে, ইকোসিস্টেমে সব অংশীদার কীভাবে এগোচ্ছে এবং কীভাবে তারা একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠছে।”

আবদুস সালাম

ফাইবার এট হোমের চিফ টেকনোলজি অফিসার সুমন আহমেদ সাবির বলেন, বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে নানা ধরনের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। এ কারণে সেবা প্রদানে খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে বিবেচনা করে তা সংশোধন করা দরকার। টেলিকম এমন এক ধরনের সেবা যা অন্যান্য অনেক সিস্টেম এর অংশ। যদি সরকার টেলিকম খাতের সর্বোচ্চ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারে, তাহলে তারা আরও দক্ষতার সাথে সেবা দিতে পারবে। সুতরাং আইএলডিটিএস নীতি সংশোধনের ক্ষেত্রে অন্যান্য সেবাদাতাদের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। তিনি মনে করেন, প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞানের ঘাটতি থাকায় ডিজিটাল সেবা থেকে অনেক খাত সর্বোচ্চ ফল নিতে পারে না। উদহারণস্বরূপ- যদি যথাযথ পরিকল্পনার সাথে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার করা যায়, তাহলে রাজধানীতে যানজট কমপক্ষে ৩০ শতাংশ কমানো সম্ভব।

এমটব মহাসচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ) অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

(বাম দিক থেকে) গ্রামীণফোনের হোসেন সাদাত, বাংলালিংকের তাইমুর রহমান ও রবির সাহেদ আলম

করহার যৌক্তিক করার দাবি মোবাইল শিল্পের

উচ্চহারে কর আরোপের কারণে বাংলাদেশের মোবাইল শিল্পের প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে অথবা লোকসান দিচ্ছে বা বিনিয়োগ থেকে তাদের কাঙ্খিত মুনাফা আসছে না। এ শিল্পে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে করনীতি যৌক্তিকীকরণের দাবি দীর্ঘদিনের। দুঃখের বিষয় হলো, দেশের কর প্রদানের সবচেয়ে বড় খাত হয়েও এবং আরও বেশি কর প্রদানের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এ খাতের করপোরেট কর এবং ন্যূনতম কর বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ। এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য বাংলাদেশ চ্যাপ্টার অফ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম (বিআইজিএফ) এবং এমটব এক সংলাপের আয়োজন করে, যেখানে নীতিনির্ধারক, রেগুরেটর এবং শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা অংশ নেন। গত ১৩ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে ঢাকার এক হোটেলে টেলিকম খাতে কর নিয়ে এ সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। সভাপতিত্ব করেন বিআইজিএফ চেয়ারপারসন এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান হাসানুল হক ইনু এমপি। বিটিআরসির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এবং মোবাইল ফোন খাতের উর্ধ্বতন নির্বাহীরা সংলাপে বক্তব্য দেন।

টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, আমি একমত যে, এ খাতে উচ্চ করহার দীর্ঘদিনের একটি সংকট। টেলিকম খাতে উচ্চ করহারের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে আমরা এনবিআরকে বুঝাতে ব্যর্থ হচ্ছি। আমাদের ডিজিটাল সভ্যতা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা দরকার, যার জন্য যৌক্তিক করহারের প্রয়োজন।

টেলিকম ও ইন্টারনেট সেবা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যেখানে এসব সেবা যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম, যাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করছে, সেখানে এত করের বোঝা থাকতে পারে না। বরং এ শিল্পের আরও প্রবৃদ্ধির জন্য সব ধরনের সহায়তা দরকার।

মন্ত্রী বলেন, আমরা ফাইফজি সেবার যুগে প্রবেশ করছি। মোবাইল অপারেটর এবং অন্যান্য অবকাঠামো কোম্পানিগুলোকে তথ্যের মহাসড়ক সৃষ্টিতে আরও বিনিয়োগ করতে হবে। এই মহাসড়ক সৃষ্টিতে আমরা যদি তাদের পাশে না থাকি তাহলে জাতি এর সুবিধা পাবে না।

হাসানুল হক ইনু এমপি বলেন, বাংলাদেশে টেলিকম খাতে কর মাত্রাতিরিক্ত, বিশেষত কর্পোরেট কর ও ন্যুনতম কর। যেখানে তারা সরকারি কোষাগারে প্রচুর অর্থ দেয়, সেখানে তাদেরকে কেন এভাবে উচ্চ হারে কর দিতে হবে? তিনি বলেন, এ খাতে করহার যৌক্তিক করা হলে সরকারের জন্য তা নেতিবাচক হবে না, কারণ এর ফলে পরোক্ষভাবে রাজস্ব আয় বাড়বে। সুতরাং এ শিল্পে কর্পোরেট কর ও ন্যুনতম টার্নওভার কর কমিয়ে অন্যান্য শিল্পের সাথে সামঞ্জস্য আনা উচিত।

জনাব ইনু বলেন, তামাকের মতো ক্ষতিকর খাতে টার্নওভার কর ১ শতাংশ। অথচ মোবাইল শিল্পে এ কর ২ শতাংশ। এটি অন্যায্য এবং এ কর ১ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা উচিত। তিনি মোবাইল ফোন শিল্পের কর্পোরেট কর কমপক্ষে ১০ শতাংশ কমানোর সুপারিশ করেন। তিনি আরও বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে ইন্টারনেটের ওপর ভ্যাট প্রত্যাহার করা প্রয়োজন। এ খাত থেকে সরকার কি পরিমাণ আয় করছে এমন প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, তথ্য হচ্ছে আধুনিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং মোবাইল ফোন খাত সব ধরনের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের চালিকাশক্তি। তিনি গ্রাহকদের অধিকতর উন্নত সেবা দেওয়ার বিষয়টি মাথায় রেখে এ খাতকে আরও জনবান্ধব করার আহবান জানান।

> “তামাকের মতো ক্ষতিকর খাতে টার্নওভার কর ১ শতাংশ। অথচ মোবাইল শিল্পে এ কর ২ শতাংশ। এটি অন্যায্য এবং এ কর ১ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনা উচিত।”

ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব খলিলুর রহমান বলেন, আমরা টেলিকম খাতকে নতুন উচ্চতায় নিতে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। আমি বিশ্বাস করি, টেলিকম খাতের করনীতিতে কিছু পরিবর্তন আনা উচিত।

বিটিআরসি চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার বলেন, মোবাইলফোন অপারেটরদের ইন্টারনেট সেবার ওপর বিভিন্ন খাত ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। ফলে এ খাতের কর ব্যবস্থায় সংস্কার আনা প্রয়োজন। নতুন প্রযুক্তি আসার সঙ্গে সঙ্গে অপারেটরদের তাদের যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করতে হয়। অপারেটরদের নিয়মিত ভিত্তিতে সরকারের কাছ থেকে স্পেকট্রাম কিনতে হয় এবং বিভিন্ন ধরনের সল্যুশন কিনতে বাড়তি বিনিয়োগ করতে হয়। টেলিকম অপারেটররা বলছে, অন্যান্য দেশের তুলনায় এ খাতে করের হার বেশি। সরকারের উচিত বিষয়টি বিবেচনা করা।

রবির ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সিএফও এম. রিয়াজ রাশিদ বলেন, ‘‘আজকের টেলিকম খাত ১০ বছরের আগের অবস্থায় নেই এবং ৫ বছর পর এখনকার অবস্থায় থাকবে না। বাংলাদেশের ডিজিটাল অর্থনীতি কীভাবে স্মার্ট অর্থনীতিতে রূপান্তর হবে, সেদিকে আমাদের মনোযোগ দেওয়া দরকার।’’

মূল প্রবন্ধে রবির চিফ কর্পোরেট এন্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার সাহেদ আলম বলেন, “প্রতিবেশী দেশের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের মোবাইল খাতের কর তুলনামূলকভাবে বেশি।” তিনি আরও বলেন, “অপারেটরদের বিনিয়োগের বিপরীতে রিটার্ন সন্তোষজনক নয়। একদিকে অপারেটরদের গ্রাহকপ্রতি গড় আয় কম অন্যদিকে মোবাইল ভয়েস ও মোবাইল ইন্টারনেটের মূল্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের চেয়ে কম। আমরা আরও নতুন ধরনের সাশ্রয়ী সেবা প্রদান করতে চাই। কিন্তু সেবাদাতাদের যদি করের ভারে জর্জরিত করা হয় তাহলে তাদের টিকে থাকাই কঠিন হয়ে যায়। আমরা এই খাতে যৌক্তিক হারে করারোপের দাবি জানাই। আমাদের মনে রাখা দরকার যে দেশের ৪৫ শতাংশ লোক নেটওয়ার্ক থাকা স্বত্বেও এখনও মোবাইল ব্যবহার করতে পারে না।”

সাহেদ আলম

বাংলালিংকের চিফ কর্পোরেট এন্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার তাইমুর রহমান বলেন, “সরকারের ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ স্বপ্ন বাস্তবায়নে টেলিকম অপারেটররা অন্যতম প্রধান ভূমিকা রাখছে। উচ্চ করের বোঝা এবং অন্যান্য চ্যালেঞ্জের মধ্যেও আমরা লাখ লাখ গ্রাহককে সেবা দিয়ে যাচ্ছি। অন্যদিকে আমরা টিকাদান এবং বায়োমেট্রিক নিবন্ধন কার্যক্রমে সরকারের অংশীদার হতে পেরে গর্বিত। এ খাতকে আরও অনেক দূর যেতে হবে।

গ্রামীণফোনের সিনিয়র ডিরেক্টর এন্ড হেড অফ পাবলিক এন্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার, হোসেন সাদাত বলেন, মোবাইল একটি মূলধনী ব্যয়নির্ভর শিল্প। কানেকটিভিটি নিশ্চিত করতে প্রত্যেক বছর এ খাতে বিনিয়োগের দরকার হয়। গত বছর সম্মিলিতভাবে এ খাত প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে এবং সম্প্রতি ১১ হাজার কোটি টাকার রেডিও স্পেকট্রাম ক্রয় করেছে। এ থেকে ধারণা করা যায়, টেলিকম খাত কী পরিমাণ বিনিয়োগ করে থাকে।”

তিনি বলেন, টেলিকম খাত ডিজিটাল এবং আর্থিক উভয় অন্তর্ভুক্তির জন্য উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। এ খাত তার রাজস্বের প্রায় ৫০ শতাংশ সরকারকে দেয়। এ খাতের কর্পোরেট কর ৪০ শতাংশ যেখানে তামাক অথবা বিলাসী পণ্যের খাত সাড়ে ২২ শতাংশ কর্পোরেট কর পরিশোধ করে। এ বৈষম্য কমানোর বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা এ বিষয়ে নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। বাংলাদেশের ২০৪১ সালের লক্ষ্য অর্জনে টেলিকম খাতের কর ব্যবস্থায় অবশ্যই সংশোধন আনতে হবে।

এরিকসন মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার হেড অফ নেটওয়ার্ক সল্যুশন্স ও এরিকসন বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ম্যানেজার আবদুস সালাম বলেন, “টেলিকম খাতে বাংলাদেশের কর বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ। টেলিকম খাতের প্রবৃদ্ধি অন্যান্য খাতে ইতিবাচক প্রভাব রাখে। সরকার যদি সেই প্রেক্ষিতে এ খাতকে বিবেচনা করে তাহলে এ খাতে আরও সম্প্রসারণের দরকার। এমনকি শর্তশাপেক্ষে প্রণোদনা দেওয়া হলেও এর সামগ্রিক ইতিবাচক প্রভাব হবে ব্যাপক। অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, মালয়েশিয়া সরকার সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য অর্জনের জন্য শর্তসাপেক্ষে টেলিকম খাতে প্রণোদনা দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ এটি অনুসরণ করতে পারে।”

আলোচনা অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এমটবের মহাসচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ)।

(বাম দিক থেকে) এম. রিয়াজ রাশিদ ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জুয়েল

(বাম দিক থেকে) তামজীদ সিরাজ, হোসেন সাদাত, তাইমুর রহমান

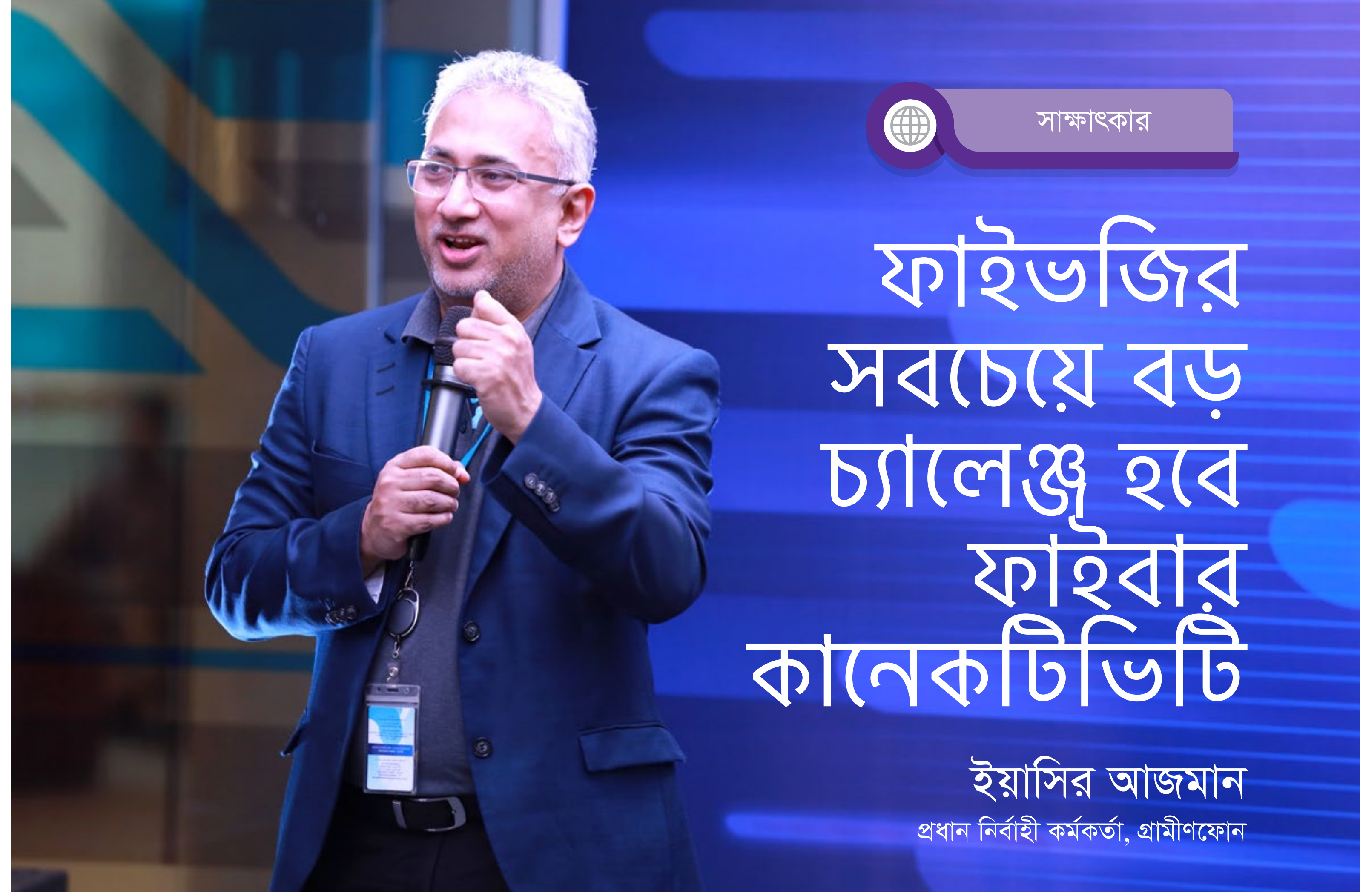

সাক্ষাৎকার

ফাইভজির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে ফাইবার কানেকটিভিটি

ইয়াসির আজমান
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গ্রামীণফোন

দেশের শীর্ষ প্রযুক্তি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গ্রামীণফোন ১৯৯৭ সালের ২৬ মার্চ যাত্রা করে-লক্ষ্য গ্রামীণ নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে কানেকটিভিটি বা সংযোগের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন এবং ডিজিটাল বৈষম্য দূরীকরণ। গত ২৫ বছরে শুধু টেলিযোগাযোগ খাতে নয়, সার্বিকভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় গ্রামীণফোনের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২৫ বছরের যাত্রায় গ্রামীণফোন টেলিযোগাযোগ খাতের অগ্রসরতার পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়াসির আজমান সম্প্রতি দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষত কীভাবে এ খাত ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জনে এবং মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে কাজ করছে সে বিষয়ে আলোকপাত করেন।

ইয়াসির আজমান স্মরণ করেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৬ সালে ‘সবার জন্য মোবাইল’ সেবা প্রদানের গণতান্ত্রিক উদ্যোগ নেন। এর মাধ্যমে ওই সময়ই সমাজকে ক্ষমতায়িত করার বীজ বপন করা হয় এবং গ্রামীণফোন যাত্রা শুরু করে। আমাদের প্রথম গ্রাহক লাইলি বেগম থেকে শুরু করে এখনকার ৮.৩৭ কোটি গ্রাহকের জন্য প্রযুক্তির ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছি। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে গ্রামীণফোনের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে এবং আজ আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যুগের সুবিধা নিয়ে কানেকটেড টেকনোলজি ও সক্ষমতার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর হচ্ছি।

তিনি বলেন, “উদ্ভাবনের মাধ্যমে ডিজিটাইজেশনের সম্প্রসারণ এবং মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব রাখা আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা এবং নিঃসন্দেহে গ্রামীণফোন সম্পূর্ণভাবে তাদেরকে সাথে নিয়ে এই স্বপ্নের পথে এগিয়েছে। আমরা ডিজিটাল বৈষম্য কমাতে সবসময় সংকল্পবদ্ধ। যাত্রার শুরু থেকে আমরা শহর থেকে একেবারে গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের সবার জন্য কানেকটিভিটি নিশ্চিত করতে চেয়েছি। এর ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন যাত্রার কয়েক বছরের মধ্যে দেশব্যাপী মোবাইল ফোন গ্রাহকদের জন্য গ্রামীণফোন ২০১৩ সালে প্রথম অপারেটর হিসেবে থ্রিজি এবং ২০১৬ সালে ফোরজি চালু করে। বাংলাদেশে ডিজিটাল লাইফস্টাইল ও অর্থনীতির অগ্রগতি দেখে এখন আমরা সবাই বিস্মিত হই। ১৯৯৭ সালে যেখানে এক হাজার নাগরিকের মধ্যে মাত্র এক জনের টেলিফোন সেবা পাওয়ার সুযোগ ছিল সেখানে দেশে এখন মোবাইলফোন গ্রাহকের সংখ্যা ১৮.৪২ কোটি। আমরা এখন দেশে শিল্পায়নের জন্য ফাইভজি প্রযুক্তি চালুর পথে। এখন মোবাইল শুধু ভয়েস কল নয় বরং মোবাইল ইন্টারনেট অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং কোভিড মহামারীর পরে নতুন বাস্তবতায় তা ডিজিটাল রূপান্তরের চালিকা শক্তি হিসেবে সামনে চলে এসেছে।”

“মহামারীর সময়ে সবার জন্য অগ্রসর নেটওয়ার্ক এবং উন্নত

ডিজিটাল সেবা আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ডিজিটাল সেবার প্রয়োজন সামনে চলে আসে এবং আরও বেশি মানুষ ডিজিটাল লাইফস্টাইলে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। মানুষ যেন অতি সহজেই ডিজিটাইজেশনের ফল ভোগ করতে পারে এবং ক্ষমতায়িত বোধ করে সেজন্য প্রযুক্তি সেবার শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণফোন বিভিন্ন ধরনের সেবা নিয়ে হাজির হয়।" - যোগ করেন ইয়াসির আজমান

ফাইভজির জন্য প্রস্তুতি বিষয়ে তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে ডিজিটাইজেশনের জন্য শক্তিশালী ফোরজি নেটওয়ার্ক দরকার। আর এন্টারপ্রাইজ এবং শিল্পখাতে দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধির জন্য ফাইভজি দরকার। বাংলাদেশে স্মার্টফোন ব্যবহারের হার এখনো প্রায় ৫০ শতাংশ। এই হার আরও দ্রুত বাড়ানো দরকার।

প্রসঙ্গত, গ্রামীণফোনের মূল কোম্পানি টেলিনর বিভিন্ন দেশে ফাইভজি চালু করেছে। সেই বিবেচনায় এই প্রযুক্তি নিয়ে গ্রামীণফোনের কারিগরি ও বাজার চাহিদা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে। বাংলাদেশকে ডিজিটাল সমাজে রূপান্তর করতে ও অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে আমরা সেই অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারি। তবে বাংলাদেশে ফাইবারের অপ্রতুলতা দূর করে ফাইভজির সম্প্রসারণ করা হলো মূল চ্যালেঞ্জ।

গ্রামীণফোনের সার্বিক অবদানের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, গ্রামীণফোন এমন একটি কানেকটেড বা সংযুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তার যাত্রা অব্যাহত রেখেছে যেখানে সবার সংযুক্ত হবার অধিকার সুসংহত থাকবে। আমরা ডিজিটাল বৈষম্য কমিয়েছি এবং শহর থেকে গ্রামাঞ্চলের লাখ লাখ মানুষকে সংযুক্ত করেছি। আমরা ৮.৩ কোটির বেশি মানুষকে সংযুক্ত করে তাদেরকে ডিজিটালি ক্ষমতায়িত করেছি। আমাদের এসব প্রচেষ্টা ডিজিটাল সেবা ও এর সহজ সমাধানের সুফল নিতে মানুষকে সাহায্য করেছে। দেশের একটি দায়িত্বশীল করপোরেট প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং টানা ৬ বার শীর্ষ করদাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা সবসময় দেশের পাশে থাকতে চাই এবং দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক কার্যক্রমের রোল মডেল হতে চাই।

তিনি বলেন, "ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতির অংশীদার হিসেবে আমরা গ্রামীণফোন গত ২৫ বছর ধরে মানুষকে সংযুক্ত রাখছি এবং একটি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার অভিলক্ষ্যে যথাযথ ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে কাজ করছি। তিনি বলেন, সাগরে কাজ করার সময় জেলেরা যোগাযোগবিহীন হয়ে পড়ত। আমরা তাদেরকে সংযুক্ত করেছি। আমাদের প্রশিক্ষিত এজেন্টরা সাইন ল্যাংগুয়েজের মাধ্যমে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের সেবা প্রদান করছে, উদ্ভাবনী সেবার মাধ্যমে ই-কমার্সের প্রসার এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সহায়তা করছি। আমাদের নিজস্ব সেবার অ্যাপ মাই-জিপির মাধ্যমে আমরা গ্রাহকদের নতুন নতুন চাহিদার সমাধান দিচ্ছি। আমরা গ্রামাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষার্থীদের অনলাইন শিক্ষার জন্য উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করছি। আমরা অনেক দুর এগিয়েছি।"

ইয়াসির আজমান বলেন, বাংলাদেশ

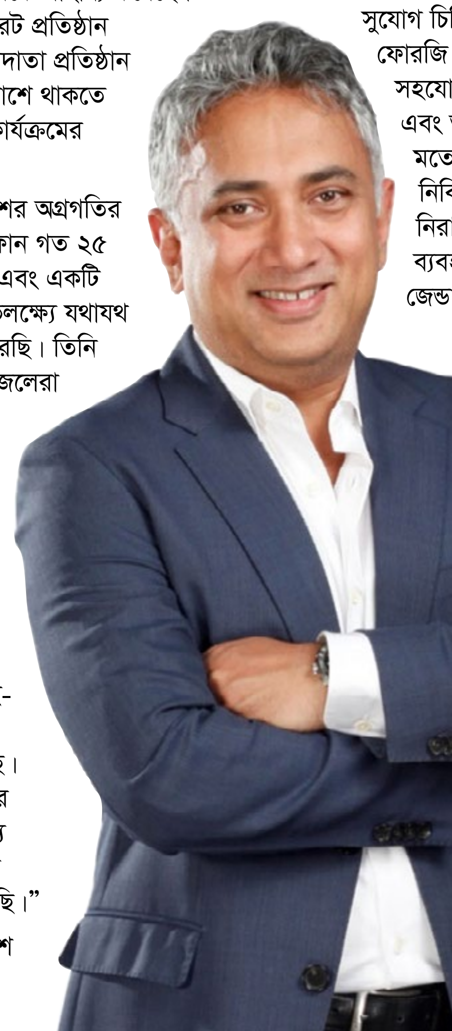

> "প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে ডিজিটাইজেশনের জন্য শক্তিশালী ফোরজি নেটওয়ার্ক দরকার। আর এন্টারপ্রাইজ এবং শিল্পখাতে দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধির জন্য ফাইভজি দরকার। বাংলাদেশে স্মার্টফোন ব্যবহারের হার এখনো প্রায় ৫০ শতাংশ। এই হার আরও দ্রুত বাড়ানো দরকার"

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল নিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত হতে চায়। এজন্য আগামীতে তরুণদের দক্ষ করে তুলতে সম্মিলিতভাবে সহায়তা করতে হবে। গ্রামীণফোনের বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন ফিউচার নেশন, জিপি এক্সপ্লোরার এবং জিপি এক্সিলারেটরের মতো কার্যক্রম তরুণদের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক অগ্রগতির চালিকাশক্তি হিসেবে রুপান্তরে অবদান রাখছে। ইউএনডিপির সাথে অংশীদারিত্বে আমাদের 'ফিউচার নেশন' কর্মসূচির লক্ষ্য হলো 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের' সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তরুণদের ডিজিটাল দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে মহামারী পরবর্তী পরিস্থিতিতে তাদের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, উদ্যোগ ও বিনিয়োগের জন্য সুযোগ চিহ্নিত করে তাদের দক্ষতা ও সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করা। জিপির ফোরজি ইন্টারনেট সেবা দেশের প্রত্যেকটি জায়গায় জ্ঞান বিস্তারে সহযোগিতা করছে। এক্ষেত্রে অনলাইন নিরাপত্তা খুবই গুরত্বপূর্ণ এবং আমরা এ বিষয়ে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল ও ইউনিসেফের মতো সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছি। পাশাপাশি তরুণদের অনলাইনে নিরাপদ থাকার বিষয়ে সচেতন করতে সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহার করছি। এটি মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং নেতৃত্ব দানে জেন্ডার বৈচিত্র্য আনতে কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করছে।

তিনি বলেন, আগামী দিনে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে সবার জন্য উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা এবং ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তিকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে মানুষের ক্ষমতায়নে সহযোগিতামূলক ভূমিকা নিতে আমাদের দৃঢ় প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আমরা আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের জীবন-মানের রূপান্তর লক্ষ্য করেছি এবং অংশীদারদের সাথে সম্মিলিতভাবে একটি ডিজিটালি সংযুক্ত সমাজ গঠন করে লাখ লাখ মানুষের স্বপ্ন পূরণের জন্য একটি ইকোসিস্টেম সৃষ্টি করতে সচেষ্ট আছি।

সবশেষে তিনি বলেন, আগামীতে ফাইভজির অফুরন্ত সুযোগের দিগন্ত তাকিয়ে আছে। আসুন আমরা লক্ষ্য স্থির করি এবং স্বপ্ন বাস্তবায়ন করি- তা করার সময় এখনই।

ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম এগিয়ে নিতে ও ফাইভজির নতুন যুগের পথ দেখাতে আমরা সচেষ্ট - নকিয়ার কান্ট্রি হেড রিয়াদ হোসেন

বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ সামগ্রিক অগ্রসরতায় উল্লেখযোগ্য ট্র্যাক-রেকর্ড অর্জন করেছে এবং এই উন্নয়নের গতি বাড়াতে নিঃসন্দেহে প্রযুক্তি অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার এই প্রক্রিয়ায় অংশীদার হতে পেরে নকিয়া গর্বিত বলে জানিয়েছেন নকিয়া সল্যুশন্স এন্ড নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের কান্ট্রি হেড রিয়াদ হোসেন।

তিনি বলেন, গত এক দশকে বাংলাদেশে মোবাইল ফোনের বাজার ধারাবাহিকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। এ সময়ে একক গ্রাহক বেড়েছে ৯০ শতাংশের বেশি। সবশেষ জিএসএমএ রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশে ইন্টারনেট সেবা পেতে মোবাইল ফোন হচ্ছে প্রাথমিক চ্যানেল। সংযোগ সরবরাহের মাধ্যমে মোবাইল বা আইসিটি খাত মানুষের জীবন উন্নত করতে নানাভাবে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা গ্রহণ এবং মোবাইল মানির মাধ্যমে ব্যবসায়িক ও আর্থিক সেবা পাওয়ার সুযোগ। এসব সুযোগ অর্থায়ন, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের মতো খাতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখছে।

মোবাইল খাতে ফাইভজি প্রবর্তনের সাথে সাথে বিশ্ব অর্থনীতির জন্য সার্বিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপেযাগী করে গড়ে তুলতে এখনই গুরুত্বপূর্ণ সময় বলে মনে করা হয়। শিল্পে ৪.০ প্রযুক্তি, যেমন-ইন্ডাষ্ট্রিয়াল আইওটি, এজ কম্পিউটিং, ডিপ এনালিটিক্স, এআর/ভিআর এবং ডিজিটাল টুইন এবং অন্যান্য প্রযুক্তি ভৌত এবং ডিজিটাল অর্থনীতিকে সুসংহত করছে।

ফাইভজি আমাদের বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা থেকে শুরু করে যোগযোগসহ নানা ক্ষেত্রে জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আনার জন্য প্রস্তুত। এটি ক্রমেই আমাদের সমাজের 'স্নায়ুতন্ত্র' হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। যেসব প্রাথমিক খাতে জরুরি ভিত্তিতে ডিজিটাল রূপান্তর দরকার, তার মধ্যে রয়েছে কৃষি, খনি, কল-কারখানা এবং পরিবহন যোগাযোগ। স্মার্ট কৃষি ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা, স্মার্ট মাইনিং, স্মার্ট কারখানা এবং বন্দরের জন্য আমাদের স্যলিউশনগুলো অধিকতর পরিবেশ-বান্ধব ও উদ্ভাবনী হতে এবং সমৃদ্ধ সমাজ বা কমিউনিটি গড়তে সহায়তা করবে এবং সমস্ত নাগরিককে সমৃদ্ধ করবে।

স্মার্ট কৃষির ক্ষেত্রে নকিয়া শিল্পের নেতৃস্থানীয়দের সাথে মিলে 'সেবা হিসেবে স্মার্ট কৃষি' কর্মসূচির মাধ্যমে 'আউট অব দ্য বক্স' সল্যুশন নিয়ে এসেছে। এর মাধ্যমে কৃষকদেরকে ফাইভজিসহ আইওটি এবং এজ ক্যাপাবিলিটিজের মাধ্যমে সাশ্রয়ী সেবা নেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে।

কৃষির বাইরে নকিয়া ফোরজি ব্যবহারের মাধ্যমে খনন শিল্পে উচ্চতর পারফরম্যান্সের নেটওয়ার্ক সরবরাহ করছে। এটা মাইনিং কোম্পানিগুলোর চাহিদাকে সমন্বয়, পরিচালন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা ও পরিবেশ বিষয়ক উদ্বেগ মোকাবিলায় ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে।

অটোমেশন, রোবোটিকস, ডিজিটাল যন্ত্রপাতি, সেন্সর ডাটা এবং মেশিন লার্নিং-এর মাধ্যমে অপারেশন কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এর বাইরে অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কারখানায় উৎপাদনশীলতা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অভিযোজন সক্ষমতা বাড়াতে অথবা নিরাপদ কর্মক্ষেত্রের জন্য সেবা অনুসন্ধান করছে। উৎপাদন-নির্ভর কারখানায় মেশিন-টাইপ কমিউনিকেশন, মেশিনের রিয়েল-টাইম নিয়ন্ত্রণ, রোবট-মানুষ যোগাযোগ এবং এজ ক্লাউড অ্যানালাইটিকস বাড়ানোর মাধ্যমে স্মার্ট কারখানা গড়ে তুলতে ফাইভজি সহায়তা করতে পারে। 'ডিজিটাল টুইন' তৈরি থেকে শুরু করে ভিআর ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ম্যানুফ্যাকচারিং এখন রূপান্তরের চূড়ায়।

টেলিযোগাযোগ খাতে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে মোবাইল যোগাযোগের প্রাণশক্তি হলো স্পেকট্রাম। স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনাসহ স্পেকট্রাম সম্পর্কিত নীতিসমূহ ফাইভজির বিবর্তনসহ নেটওয়ার্কের অধিকতর উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিবর্তন গ্রহণে সক্ষম হতে অপারেটরদের অবশ্যই নিশ্চয়তা দিতে হবে যে পর্যাপ্ত এবং সাশ্রয়ী স্পেকট্রামের দ্রুত ব্যবস্থা রয়েছে। এটি ভবিষ্যতের নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে ডাটা ট্রাফিকের ক্রমবর্ধমান মিশ্রণে সহায়তার জন্য দরকার যা মানুষ ও মেশিনের ক্রমবর্ধমান যোগাযোগের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, অনলাইন বা আইসিটি উপাদানগুলোসহ স্বাস্থ্য, কৃষি, জ্বালানি ও পরিবহনের মতো মৌলিক খাতগুলোতে রেগুলেশনের আধুনিকায়নের জন্য উদ্ভাবনী সেবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এমটবের সভাপতি হলেন এরিক অস ও সিনিয়র সহ-সভাপতি ইয়াসির আজমান

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ (এমটব) এর বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) বাংলালিংক-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এরিক অসকে পরবর্তী দু'বছরের জন্য এর সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করেছে। এমটব-এর পর্ষদ একই সাথে গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়াসির আজমানকে সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করেছে। ১৯ মার্চ ঢাকার গুলশানে এমটবের এক সদস্য প্রতিষ্ঠানের অফিসে এই এজিএম অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস-এর সিইও এরিক অস, গ্রামীণফোন লিমিটেডের সিইও ইয়াসির আজমান, এলএম এরিকসন বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার আবদুস সালাম, হুয়াওয়ে টেকনোলজিস (বাংলাদেশ)-এর সিইও ঝাং ঝেংজুন, নকিয়া সলিউশনস অ্যান্ড নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের কান্ট্রি হেড রিয়াদ হোসেনসহ এমটবের সম্মানিত নেতৃবৃন্দ ও সদস্যরা বৈঠকে বক্তব্য প্রদান করেন। রবি আজিয়াটার ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিএফও এম. রিয়াজ রাশিদ সভায় ভারচুয়ালি যোগ দেন।

এমটব মহাসচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ) সভা পরিচালনা করেন ও এসোসিয়েশনের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন।

এমটব বাংলাদেশে কার্যরত সকল মোবাইল অপারেটরের প্রতিনিধিত্বকারী বাণিজ্য সংগঠন, যার সদস্যদের মধ্যে রয়েছে বাংলালিংক, সিটিসেল, গ্রামীণফোন, রবি এবং টেলিটক। নেটওয়ার্ক সল্যুশন সরবরাহকারী হুয়াওয়ে, এরিকসন এবং নোকিয়া-এর সহযোগী সদস্য। সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, রেগুলেটর, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, কারিগরি প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম এবং অন্যান্য জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের আনুষ্ঠানিক কণ্ঠস্বর হিসেবে গড়ে উঠেছে এমটব। এটি সরকারি-বেসরকারি সংলাপের মাধ্যমে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে এর অংশীদার এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আলোচনা ও মতবিনিময়ের ফোরাম হিসেবে কাজ করে।

সংগঠনটি মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের পক্ষে ডিজিটাল বাংলাদেশের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে সরকারের সাথে অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা পালন করছে। অংশীদার এবং ভোক্তাদের মধ্যে এ শিল্পের ইমেজ সমুন্নত রাখতে এমটব অগ্রভাগে থেকে কাজ করে আসছে। এটি নিয়মিতভাবে নীতিনির্ধারক এবং থিংক ট্যাংকগুলোর সাথে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ খাতের অবদানের বিষয়ে যোগাযোগ করে। এটি এ খাতে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) আনতেও অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করে।

মোবাইল টেলিযোগ খাত এ দেশের অন্যতম বৃহৎ কর্মসংস্থানকারী। এ খাত সরকারের রাজস্ব আয়েরও সর্ববৃহৎ উৎস।

দেশে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হতে যাচ্ছে মোবাইল কংগ্রেস

ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল কনেভনশন সিটি বসুন্ধরায় আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর প্রথমবারের মতো মোবাইল কংগ্রেস বাংলাদেশ (এমসিবি) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এটি মোবাইল ও টেলিযোগাযোগ খাতের সাম্প্রতিক অগ্রগতি এবং ভবিষ্যতে তা সম্প্রসারণের বিভিন্ন উপায় তুলে ধরবে। এমসিবিতে প্রদর্শনী, সেমিনার, সম্মেলন, ফোরাম এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ (এমটব) এবং রেডকার্পেট৩৬৫ লিমিটেড যৌথভাবে এমসিবির আয়োজন করছে। এমটব মহাসচিব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ) এবং রেডকার্পেট৩৬৫ লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আহমেদ ইমতিয়াজ সম্প্রতি এ বিষয়ে একটি কৌশলগত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এস এম ফরহাদ বলেন, ডিজিটাল দেশে পরিণত হওয়ার এক চমকপ্রদ উদাহরণ বাংলাদেশ। ২০২২ সালের এপ্রিলের তথ্য অনুযায়ী এদেশে ১৮.৩৩ কোটি মোবাইল ফোন গ্রাহক এবং ১১.৩২ কোটি মোবাইল ইন্টারেনট ব্যবহারকারী রয়েছেন। এই পরিসংখ্যান আভাস দেয় ২০২৩ সাল নাগাদ এই বাজারের আকার ৫.০৮ বিলিয়ন ডলারে পৌছাবে। সুতরাং বিশ্বের কাছে এই শিল্পের সক্ষমতা তুলে ধরার সুযোগ গ্রহণের এখনই সর্বোৎকৃষ্ট সময় এবং এটি করতে এমসিবি-ই যথাযথ প্ল্যাটফর্ম।

আহমেদ ইমতিয়াজ বলেন, 'বাংলাদেশের মোবাইল হ্যান্ডসেট এবং টেলিযোগাযোগ শিল্প দ্রুতই এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশকে এ অগ্রগতি জানাতে আমাদের "মেড ইন বাংলাদেশ" ক্যাম্পেইন জোরদার করতে হবে।

তিনি বলেন, স্যামসাং, নকিয়া, ভিভো, শাওমি এবং অপোর মতো নেতৃত্বস্থানীয় আর্ন্তজাতিক ব্র্যান্ড ইতোমধ্যে বাংলাদেশে কারখানা স্থাপন করেছে। আমরা বিশ্বাস করি, এমসিবি ২০২৩ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জন্য প্রায় ১২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

banglalink

বাংলালিংক বন্যাকবলিত সিলেট এলাকায় ফ্রি টকটাইম ও ডাটা সেবা প্রদান করেছে। প্রত্যেক প্রি-পেইড গ্রাহক ১০ মিনিট ফ্রি টকটাইম ও ১০০ এমবি ডাটা বিনামূল্যে পাবেন।

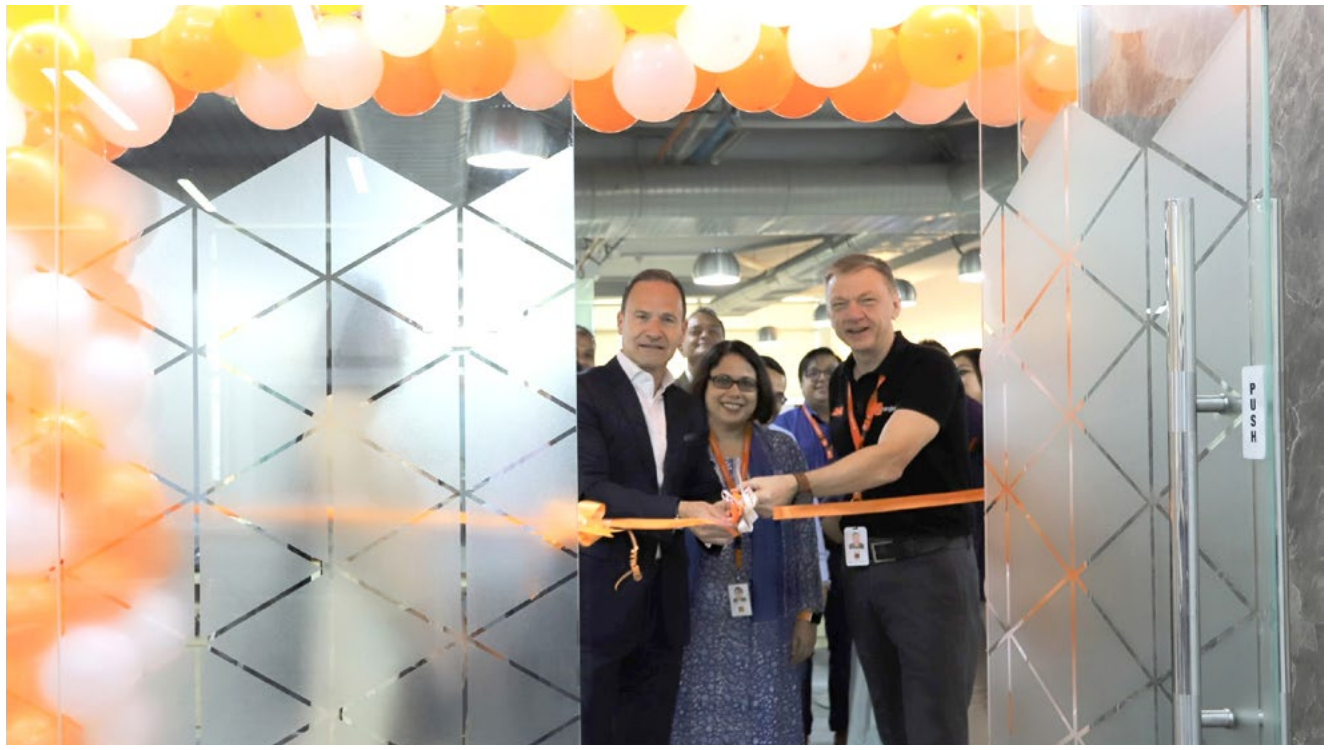

বাংলালিংক সম্প্রতি ঢাকায় এর প্রধান কার্যালয়ে কর্মীদের জন্য ডিজিটালি সজ্জিত অ্যাডভান্সড লার্নিং সেন্টারের উদ্বোধন করেছে। এ সেন্টার হাইব্রিড ও সনাতন উভয় ধরনের সুবিধার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সম্প্রসারিত শিক্ষার অভিজ্ঞতা দেবে।

গ্রামীণফোন

গ্রামীণফোন এবং কটলার ইনস্টিটিউট ও এশিয়াটিক মাইন্ডশেয়ার বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি পার্টনার নর্দান এডুকেশন গ্রুপের মধ্যে 'এসেনসিয়ালস অব মডার্ন মার্কেটিং (ইওএমএম)' শিরোনামের একটি বিশেষ পাঠ্যপুস্তক উদ্বোধন করতে সম্প্রতি এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ফিলিপ কটলার এবং তার সহযোগীদের লেখা এই গ্রন্থ ২০২২ সালে প্রকাশিত হবে। এতে বাংলাদেশে গ্রামীণফোনের সাফল্য চিত্রিত হবে।

গ্রামীণফোনের কর্মীরা গত ১৬ থেকে ১৯ মে 'গ্রামীণফোন গ্রিন উইক' পালন করে, যার উদ্দেশ্য ছিল 'সবুজ অঙ্গীকার' গ্রহণ এবং তিনটি 'আর'- রিডিউস, রিইউজ এবং রিসাইকেলের মাধ্যমে প্রাত্যহিক জীবনে সম্ভাব্য প্রতিটি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পরিবেশের টেকসই পরিস্থিতি অর্জন।

রবি সম্প্রতি সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর ও দিরাই উপজেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে জরুরি ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে। সিলেট রানার্স কমিউনিটি এ উদ্যোগে অপারেটরটির বিতরণকারী অংশীদার হিসেবে কাজ করে। এছাড়া বন্যায় ঘরবাড়ি হারানো মানুষের পুনর্বাসনে রবি সিলেট রানার্স কমিউনিটি ছাড়াও মাস্তুল এবং নান্দনিক ফাউন্ডেশনের সাথে কাজ করছে।

সীতাকুন্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপোতে মর্মান্তিক অগ্নি দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয় রবি। অপারেটরটি প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহসহ সব ধরনের প্রয়োজনে চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালের সাথে থাকার অঙ্গীকার ঘোষণা করে।

টেলিটক সম্প্রতি দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বন্যা কবলিত মানুষের জন্য জরুরি পণ্য সরবরাহ করে। ছবিতে অন্যান্যদের সাথে ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, সচিব খলিলুর রহমান এবং টেলিটকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: সাহাব উদ্দিনকে দেখা যাচ্ছে।

গ্রাহকদের জিজ্ঞাসার জবাব দিতে টেলিটকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: সাহাব উদ্দিন গত ১৫ জুন ফেসবুক লাইভে যোগ দেন।

ERICSSON

এরিকসন বাংলাদেশ এর কর্মীরা গত ৫ জুন এক বৈঠকে মিলিত হন।

নরডিক @ফিফটি অনুষ্ঠানটি সম্প্রতি রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হয়।

HUAWEI

তরুণ শিক্ষার্থীদের শিল্প উপযোগী কাজে দক্ষ করে তুলতে এবং আইসিটি ইকোসিস্টেম উন্নয়নে বুয়েটের সহযোগিতায় হুয়াওয়ে টেকনোলজিস গত ২৩ মার্চ একটি আইসিটি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে। অলাভজনক শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনায় হুয়াওয়ে এ একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছে যেখানে অংশগ্রহণকারীরা বিশ্বের ৩ হাজারের বেশি প্রশিক্ষকের সাথে যোগাযোগের সুযোগ পাবেন। বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী এখানে ১৯টি পৃথক বিষয়ে ৮৩টি সার্টিফিকেশন কর্মসূচি থাকবে।

স্টার্ট-আপ ও আইসিটি ট্যালেন্টদের উৎসাহ দিতে হুয়াওয়ে গত ১৫ জুন আইসিটি ইনকিউবেটর, অ্যাপ ডেভলপার ও টেক ওম্যান নামে তিনটি নতুন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। নতুন স্টার্ট-আপ এবং মোবাইল অ্যাপের আইডিয়া উন্নয়নে এসব কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা ৫ লাখ টাকা পুরস্কার, বিদেশে সফল স্টার্ট-আপদের সাথে যোগাযোগের সুবিধা এবং হুয়াওয়ের ক্লাউড ক্রেডিট থেকে ১২৫ হাজার ডলার পর্যন্ত ক্লাউড ক্রেডিট পাবেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ২০২২ সালের মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে নকিয়ার বুথ পরিদর্শন করেন।

বিশ্ব টেলিকমিউনিকেশন এন্ড ইনফরমেশন সোসাইটি দিবস উপলক্ষে গত ২৯ মে রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজে টেলিযোগাযোগ নীতি নির্ধারক, নিয়ন্ত্রক এবং সেবাদানকারীরা অংশগ্রহণ করেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক গত ২৯ মে নকিয়ার পণ্য ও সল্যুশন নিয়ে উর্ধ্বতন নির্বাহীদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন।

গাজীপুরের একটি রিসোর্টে গত ১৯ মে দেশের শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিকদের নিয়ে দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করে এমটব। টেলিকম রেগুলেটর এবং মোবাইল অপারেটরদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আলোচনায় অংশ নেন।

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

ঠিকানা ঃ ওয়ালি সেন্টার, ৭৪ গুলশান এভিনিউ, গুলশান ১, ঢাকা ১২১২।
ফোন : +০৯৬৩৮০২৬৮৬২ ও +০২ ২২২২৮৪৩৩৪৪। ফ্যাক্স : +০২২২২২৬৩১২১
ই-মেইল: **info@amtob.org.bd** ওয়েবসাইট : **www.amtob.org.bd**

© এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটর অব বাংলাদেশ কর্তৃক সংরক্ষিত

সম্পাদকঃ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এম ফরহাদ (অবঃ), মহাসচিব, এমটব।
ইমেইল : **connexion@amtob.org.bd**

ডিজাইন ও কনসেপ্ট : মোস্তাফিজুর রহমান